আইবিআরআর–এর গঠনতন্ত্র

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণী বিষয়– যেমন, সংবিধান, অর্থনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিক্ষা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জনগণের নৈতিকতা গঠন, টেকসই উন্নয়ন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ, দুর্যোগ, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে– অধ্যয়ন করিয়া জনগণের জন্য কল্যাণকর বিভিন্ন উদ্ভাবনী উপায় অনুসন্ধান, উপায়সমূহের উপযোগিতা যাচাই, জনমত যাচাই প্রভৃতি গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের বিভিন্ন পথ-পদ্ধতি সম্বলিত নীতিপত্র, গবেষণাপত্র ও বিবিধ প্রকারের পুস্তকাদি রচনা, প্রকাশনা ও প্রচারণার মাধ্যমে বাংলাদেশকে উত্তরোত্তরভাবে অধিক কার্যকর, অধিক জনকল্যাণকর ও অধিক গণমুখী করিবার প্রচেষ্টার নিমিত্তে সর্বস্তরের মানুষের সংগঠন হিসেবে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যক্তিবর্গ স্ব-প্রণোদিত হইয়া জাতির একটি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকেন্দ্র গড়িয়া তোলার প্রত্যয়ে 'ইনিশিয়েটিভস ফর বাংলাদেশ রিফর্ম রিসার্স (আইবিআরআর)' নামক একটি গবেষণামূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিলাম।

ভাগ ১: পরিচিতি

১। পরিচিতি: সংগঠনের নাম 'ইনিশিয়েটিভস ফর বাংলাদেশ রিফর্ম রিসার্স' যা সংক্ষেপে 'আইবিআরআর' নামে পরিচিত হইবে। এটি একটি নির্দলীয়, স্বেচ্ছাসেবা-নির্ভর, অলাভজনক, গবেষণামুখী, জ্ঞানমুখী ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন।

২। রূপকল্প ও উদ্দেশ্য:

(১) **রূপকল্প:** উত্তরোত্তর উন্নততর বাংলাদেশের রূপান্তর।

(২) **উদ্দেশ্যাবলি**

(ক) **জ্ঞানসৃষ্টি:** ভৌত ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক শাখায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যা বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। এই লক্ষ্যে একটি স্থায়ী, নির্ভরযোগ্য জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য প্রচেষ্টা করা।

(খ) **জ্ঞানচর্চা:** জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য '**শেখার সংগ্রাম**' নামক পাঠচক্র পরিচালনা করা।

(গ) **জ্ঞানপ্রকাশ:** বিভিন্ন নীতিপত্র, গবেষণাপত্র ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা।

(ঘ) জ্ঞানের প্রয়োগ: রাষ্ট্রে, সমাজে ও ব্যক্তির আচরণে গবেষণাপ্রসূত ইতিবাচক জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানোর লক্ষ্যে যুতসই ও উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণ।

৩। উদ্যোগের প্রতীক, লোগো, মোটো ও স্লোগান:

(১) প্রতীক: আইবিআরআর-এর প্রতীক হইতেছে উভয়পার্শ্বে তেঁতুলপত্রবিশিষ্ট সুনীল স্থলের উপর সাদা খাতায় লাল-সবুজ কলম; তাহার উপরে ইংরেজি বড় হরফে **IBRR** লেখা, তাহার উপর 'অথবা' চিহ্ন।

(২) লোগো:

(৩) মোটো: গবেষণা, আইবিআরআর, স্থিতিস্থাপকতা (Research, Reform, Resilience)

(৪) **স্লোগান:** জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির চর্চায় ভবিষ্যৎ গড়ি (Shaping Tomorrow Through Knowledge, Wisdom and Intelligence)

ভাগ ২: সাংগাঠনিক কাঠামো

৪। সাংগাঠনিক কাঠামো: চারটি পরিষদ লইয়া আইবিআরআর গঠিত হইবে। পরিষদগুলো হচ্ছে–

(ক) সাধারণ পরিষদ

(খ) পরিচালনা পরিষদ

(গ) অভিভাবক পরিষদ

(ঘ) বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা পরিষদ

৫। সাধারণ পরিষদ-এর গঠন ও কার্যাবলি:

(১) **গঠন:** আইবিআরআর-এর সকল ক্রিয়াশীল সদস্যগণকে লইয়া সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে। সাধারণ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে এই পরিষদের একজন সদস্য-প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন, যিনি সংগঠনের 'সভাপতি' হিসেবে অভিহিত হইবেন।

(২) কার্যাবলি:

(ক) সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুমোদন ও সংশোধন।

(খ) পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন ও অভিশংসন।

(গ) বিভিন্ন গুরুত্ব নির্বাচনে অংশগ্রহণ।

৬। পরিচালনা পরিষদ-এর গঠন, নির্বাচন ও কার্যাবলি:

(১) পরিচালনা পরিষদের গঠন: সংগঠনের সাধারণ পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে অন্যূন ৩জন সদস্য লইয়া একটি পরিচালনা পরিষদ গঠিত হইবে। ইহার মধ্যে অন্যূন ১জন নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত হইবেন।

(২) পরিচালনা পরিষদের সদস্য হইবার যোগ্যতা:

(ক) ৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সাধারণ সদস্য হইবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ।

(খ) কোনো রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াশীল কোনো পদে অধিষ্ঠিত নন।

(গ) নৈতিকতার স্খলনজনিত কোনো অপরাধে দণ্ডিত বা অভিযুক্ত নন; তবে কোনো ব্যক্তি পরিচালনা পরিষদের সদস্য থাকাকালে তার বিরুদ্ধে নৈতিকতার স্খলনজনিত কোনো অপরাধের অভিযোগ আসিলে উক্ত অভিযোগ হইতে তাহার অব্যাহতি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব দ্বারা পরিচালনা পরিষদে তাহার সদস্যপদ স্থগিত অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সীমিত করা যাইবে।

(ঘ) পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালনকালে তহবিল তছরুপ, আইবিআরআর-এর কোনো কাজে নিরপেক্ষতার খেলাপ বা দুর্নীতির অভিযোগে (অত্র গঠনতন্ত্রের ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া, বা অন্য কোনো কারণে অভিভাবক পরিষদ কর্তৃক 'অনুপযুক্ত' ঘোষিত নন।

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত অন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকা।

(৩) **পরিচালনা পরিষদের মেয়াদ:** পরিচালনা পরিষদের মেয়াদ এক বছর। জরুরি পরিস্থিতিতে সংগঠনের সভাপতির আদেশক্রমে উক্ত মেয়াদ অতিরিক্ত তিন মাস বৃদ্ধি করা যাইবে। তবে, নব-নির্বাচিত পরিষদ দায়িত্বগ্রহণের পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত পূর্ববর্তী পরিষদ দায়িত্ব পালন করিবে।

(৪) পরিচালনা পরিষদের নির্বাচন: সংগঠনের অভিভাবক পরিষদ ১ সদস্য-বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন। নির্বাচন কমিশন সংগঠনের সাধারণ সভায় গোপন ব্যালটে অথবা প্রকাশ্য ভোটে সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেন। সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যৌথসিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিচালনা পরিষদের অবশিষ্ট সদস্যগণকে নিযুক্ত করিবেন। তবে, সংগঠনের প্রথম সভায় নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে।

(৫) পরিচালনা পরিষদের উপ-নির্বাচন: সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদবিধারী কেউ নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে অপসারিত বা অভিশংসিত হইলে কিংবা পদত্যাগ করিলে উক্ত পদে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

(৬) জরুরি অবস্থায় নিয়োগ: নির্বাচন ও উপনির্বাচনের আগে সংগঠনের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কোনো ব্যক্তিকে সংগঠনের সভাপতি সর্বোচ্চ ৩ মাসের জন্য যেকোনো পদে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বে মনোনীত করিতে পারিবেন।

(৭) পরিচালনা পরিষদের কার্যাবলি:

(ক) বিভিন্ন গবেষণা টিম গঠন ও তদারকি: পরিচালনা পরিষদের সভায় আলোচনা করিয়া বিভিন্ন গবেষণা টিম গঠিত হইবে। কোনো টিম হইতে কোনো ব্যক্তিতে অপসারণ বা অব্যাহতির জন্য পরিচালনা পরিষদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন।

(খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচিগ্রহণ: অত্র গঠনতন্ত্রের ১৬ অনুচ্ছেদের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(গ) সংগঠনের তহবিল সংগ্রহ, তহবিল সংরক্ষণ, ব্যয় নির্বাহ এবং হিসাব সংরক্ষণ: পরিচালনা পরিষদ আলোচনা করিয়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে আইনত বৈধ উৎস হইতে তহবিল সংগ্রহ, তহবিল সংরক্ষণ, ব্যয় নির্বাহ ও হিসাব সংরক্ষণ করিবে। চূড়ান্ত হিসাবাদি বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রদর্শন করিবে। তবে, সংগঠনের অভিভাবক পরিষদ সদস্যগণ ও সাধারণ পরিষদের সভাপতি যেকোনো সময় এতদ-সংক্রান্ত হিসাবাদি চাহিলে পরিচালনা পরিষদ তাহা প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) অনুষ্ঠানাদি আয়োজন: পরিচালনা পরিষদ বিভিন্ন সভা, সেমিনার, গবেষণা মেলা, ক্যাম্পেইন ইত্যাদি কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে। তবে, সময়ে সময়ে কোনো নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের জন্য পরিচালনা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে অন্য যেকোনো ব্যক্তিতে কোনো অনুষ্ঠানাদির দায়িত্ব প্রদান করিতে পারে। তবে, সাধারণ পরিষদের যেকোনো সদস্য যেকোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য পরিচালনা পরিষদের বিবেচনার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে। সাধারণ পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমেও কোনো অনুষ্ঠান প্রস্তাব পাশ হলে সেটা বাস্তবায়নে পরিচালনা পরিষদ বাধ্য থাকিবে।

৭। অভিভাবক পরিষদ-এর গঠন ও কার্যাবলি:

(১) গঠন: ন্যূনতম **১**জন ব্যক্তিকে লইয়া অভিভাবক পরিষদ গঠিত হইবে। অভিভাবক পরিষদের অবর্তমানে সভাপতি অভিভাবক পরিষদের সমস্ত দায়িত্ব পালন করিবেন। অভিভাবক পরিষদ নির্বাচনে সংগঠনের সভাপতি নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) যোগ্যতা:

(ক) বয়স: অন্যূন ২৫ বছর।

(খ) অভিজ্ঞতা: শিক্ষকতা, গবেষণা, বা সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক/ গবেষণাসংক্রান্ত কাজে অন্যূন ৩ বছর কর্মঅভিজ্ঞতা অথবা অন্যূন **১**টি গ্রন্থের রচনার অভিজ্ঞতা।

(গ) সাংগাঠনিক অভিজ্ঞতা: অত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অথবা অত্র সংগঠনের দায়িত্বপূর্ণ পদে অন্যূন ৩ বছর কর্মের অভিজ্ঞতা।

(৩) গঠনপ্রক্রিয়া ও অভিসংশন: সাধারণ পরিষদের সদস্যের ভোটে অভিভাবক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়া তফসিল ২ অনুযায়ী শপথ ফরমে স্বাক্ষর করিয়া দায়িত্বগ্রহণ করিবেন। অভিভাবক পরিষদের সদস্যদিগের মেয়াদ ২ বছর। অভিভাবক পরিষদের কোনো সদস্যের ব্যাপারে সাধারণ পরিষদের কোনো সংক্ষুব্ধ সদস্য পক্ষপাতিত্ব বা অসদাচরণের অভিযোগ আনিলে সাধারণ পরিষদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে অভিভাবক পরিষদের উক্ত সদস্যের সদস্য পদ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থগিত/ বাতিল করা যাইবে।

(৪) অভিভাবক পরিষদ প্রতিনিধি নির্বাচন: অভিভাবক পরিষদের সদস্যগণ পরস্পর আলোচনা করিয়া একজন ব্যক্তিকে অভিভাবক পরিষদ প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবেন, ইহাতে অভিভাবক পরিষদ অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হইলে সংগঠনের সাধারণ পরিষদের সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নির্বাচন কিংবা বিজ্ঞানসম্মত কোনো জরিপের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদ অভিভাবক পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবেন।

(৫) কার্যাবলি:

(ক) নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন তদারকি।

(খ) পরিচালনা পরিষদের তদারকি। যেসব ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হইবেন, সেই সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তপ্রদান।

(গ) বিভিন্ন প্রকাশনার প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ।

(ঘ) পরিচালনা পরিষদ কিংবা সাধারণ পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত যদি এই গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশের প্রচলিত কোনো আইন বা বিধি-বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে অভিভাবক পরিষদ উক্ত সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে 'বাতিল' বা 'স্থগিত' ঘোষণা করিতে পারিবে।

(ঙ) পরিচালনা পরিষদ যখন 'অকার্যকর' থাকিবে তাহার সমস্ত দায়িত্ব অভিভাবক পরিষদ পালন করিতে পারিবেন।

(চ) সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলি।

(ছ) তবে, অভিভাবক পরিষদের অবর্তমানে সংগঠনের সভাপতি অভিভাবক পরিষদের এই সকল কার্যাবলির দায়িত্ব পালন করিবেন।

৮। উপদেষ্টা পরিষদ-এর গঠন ও কার্যাবলি:

(১) গঠন: সাধারণ পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে ন্যূনতম ২ জনকে লইয়া উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে।

(২) যোগ্যতা:

(ক) বয়স: অন্যূন ২৫ বছর।

(খ) অভিজ্ঞতা: শিক্ষকতা, গবেষণা, সাংবাদিকতা বা সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক/ সম্পাদনা-সংক্রান্ত/ গবেষণাসংক্রান্ত কাজে অন্যূন ২ বছর কর্ম অভিজ্ঞতা অথবা যেকোনো বিষয়ে গ্রন্থ বা গবেষণাপত্র (যাহা জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক জার্নাল কিংবা প্রকাশনী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে) রচনার অভিজ্ঞতা।

(৩) গঠনপ্রক্রিয়া ও অভিশংসন: পরিচালনা পরিষদের ন্যূনতম তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের পরামর্শক্রমে সংগঠনের সভাপতি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী, ও পেশাজীবীদের লইয়া উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবেন। সংগঠনে চলমান কার্যক্রমের ক্ষেত্র অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টাদেরকে বিভিন্ন 'ক্ষেত্রভিত্তিক উপদেষ্টা' পদে অধিষ্ঠিত করা যাইবে। এই পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়া তফসিল ০৩ অনুযায়ী শপথ ফরমে স্বাক্ষর করিয়া সদস্যভুক্ত হইবেন। সদস্যদিগের মেয়াদ ২ বছর। উপদেষ্টা পরিষদের কোনো সদস্যের ব্যাপারে সাধারণ পরিষদের কোনো সংক্ষুব্ধ সদস্য পক্ষপাতিত্ব বা অসদাচরণের অভিযোগ আনিলে সাধারণ পরিষদের ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে উক্ত সদস্যের সদস্য পদ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থগিত/ বাতিল করা যাইতে পারে।

(৪) কার্যাবলি:

(ক) অভিভাবক পরিষদ, পরিচালনা পরিষদ ও সংগঠনের বিভিন্ন শাখাকে পরামর্শ প্রদান।

(খ) বিভিন্ন গবেষণা টিমকে দিক-নির্দেশনা, সহযোগিতা ও পরার্মশ প্রদান।

(গ) সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলি।

ভাগ ৩: সদস্যতা

৯। সদস্য হইবার যোগ্যতা

(ক) নাগরিকত্ব: বাংলাদেশের নাগরিক। কোনো দ্বৈত-নাগরিকের যদি বাংলাদেশি নাগরিকত্ব বিদ্যমান থাকে, তবে তিনি তাঁর বিদেশি নাগরিকত্বের জন্য সদস্য হইবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না।

(খ) কোনো ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত নয়, অথবা দণ্ডভোগ শেষ হইবার পর ১ বছর অতিবাহিত হইয়াছে।

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত নন।

(ঘ) ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এবং ২০২৪ সালের মহান জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গণহত্যা, মানবাধিকারবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ, কিংবা অনুরূপ ঘৃণ্য অপরাধে জড়িত নন।

(ঙ) বয়স: অন্যূন ১৮ বছর।

১০। সদস্য হইবার প্রক্রিয়া ও শপথ

(১) সাধারণ সদস্য: আইবিআরআর-এর সাধারণ পরিষদের সদস্য সংগঠনের সাধারণ সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: যাঁহারা আইবিআরআর-এর গঠনতন্ত্র প্রণয়নের দিন এবং তৎপরবর্তী ৭দিনের মধ্যে গঠনতন্ত্রে স্বাক্ষর করিবেন, তাহারা অত্র সংগঠনের 'প্রতিষ্ঠাতা সদস্য' হিসেবে পরিগণিত হইবেন।

(৩) **গঠনতন্ত্র কার্যকর হইবার পর সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবার প্রক্রিয়া**

ধাপ-১: অত্র গঠনতন্ত্রের ৯নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ সদস্য অনলাইন ফরমে কিংবা স্বশরীরে লিখিত আবেদন করিবেন।

ধাপ-২: অতপর, আবেদন সম্পন্নের ৩০ দিনের মধ্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবেদনকারী ব্যক্তির সদস্যতার যোগ্যতা যাচাইপূর্বক সভাপতিকে অত্র বিষয়ে অবহিত করিবেন।

ধাপ-৩: উক্ত আবেদনপত্রে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরক্রমে উক্ত ব্যক্তিকে সংগঠনের সদস্যতার সুপারিশ করিবেন। অতপর, উক্ত ব্যক্তি সংগঠনে প্রাথমিক সদস্য ফি, আবেদনপত্রের ফি ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করিয়া সংগঠনের সদস্যতার অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করিবেন। অত্র অঙ্গীকারনামা সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে তিনি সংগঠনের সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১১। সদস্যপদ স্থগিত, বাতিলকরণ ও সদস্যপদ ত্যাগ

(১) স্থগিত বা বাতিলকরণ: কোনো পরিষদে ক্রিয়াশীল যেকোনো সদস্য অত্র গঠনতন্ত্রের ৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যোগ্যতা হারিয়েছেন বলিয়া প্রতীয়মান হইলে সাধারণ সম্পাদক কিংবা সভাপতি সাময়িকভাবে তাঁর সদস্যপদ স্থগিত ঘোষণা করিতে পারিবে। তবে, কোনো সদস্যকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করিবার প্রয়োজন ঘটিলে উহা সাধারণ পরিষদের সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সিদ্ধান্ত নিতে হইবে। পরিচালনা পরিষদে এরূপ কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণে উপনীত হইতে না পারিলে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক উক্ত দায়িত্ব অভিভাবক পরিষদকে হস্তান্তর করিবেন।

(২) **সদস্যপদ ত্যাগ:** কোনো সদস্যের স্বেচ্ছায় সদস্যপদ ত্যাগের অভিপ্রায় সৃষ্টি হইলে তিনি তাহার উপর অর্পিত নির্দিষ্ট দায়িত্ব সমাপ্ত করিয়া তিনি যেই পদাধিকারী ব্যক্তির (সাংগাঠনিক কাঠামোতে তাহার অবস্থান অনুযায়ী) নিকট হইতে সর্বশেষ দায়িত্বগ্রহণ করিয়া থাকিবেন, তাহার নিকট হইতে 'অব্যাহতির অনুমতিপত্র' গ্রহণ করিবেন। অতপর, তিনি সাধারণ সম্পাদক বরাবর তাহার অব্যহতির ইচ্ছা ব্যক্ত করিবেন। অতপর সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথস্বাক্ষরে তাহার সদস্যপদ ত্যাগ কার্যকর করা হইবে।

১২। সদস্যদের পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) সদস্যদের দায়িত্বসমূহ

(ক) আইবিআরআর-এর গঠনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন মানিয়া চলা।

(খ) প্রত্যেককেই তাহার নিধারিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করা।

(গ) সাংগাঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দিক-নির্দেশনা মেনে চলা।

(ঘ) সংগঠনে নির্ধারিত চাঁদা প্রদান।

(২) **সাংগাঠনিক কাঠামো ও দায়িত্বের বন্টননীতি:** সাংগাঠনিক কাঠামোতে যেই ব্যক্তি যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, আইবিআরআর-এর সকল সদস্যের মর্যাদা সমান। এই নীতিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে একই ব্যক্তিকে কোনো পরিষদ বা টিমের শীর্ষ স্থানে

রাখা হইলেও অন্য টিম এবং পরিষদে তাহাকে নিম্নতর পদে রাখা যাইবে। যেই ব্যক্তি যেই স্থানে যেই দায়িত্বে তাহার প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, সেই ব্যক্তিকে সেই স্থানে সেই কার্যে নিযুক্ত করিবার জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা করা হইবে। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তির আগ্রহ, সক্ষমতা ও সাংগাঠনিক প্রয়োজনের সহিত সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। দায়িত্ব-বন্টনে বহুত্ববাদী ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রকাশ থাকিবে। এইকারণে, বয়স বা অভিজ্ঞতায় জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকেও অনেক সময় কার্যক্ষেত্রে কনিষ্ঠ ব্যক্তির নেতৃত্বের অধীনে দায়িত্বপালন করিতে হইবে।

(৩) দায়িত্বপালনে অবহেলা ও তার প্রতিকার: সাংগাঠনিক কাঠামোতে যেই ব্যক্তি যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তফসিল ৫ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে দায়িত্বগ্রহণ করিয়া সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়িত্বপালন করিতে এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশৃঙ্খল অনুযায়ী দায়িত্ব বুঝাইয়া দিতে হইবে। কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণে দায়িত্বপালনে তাহার সময় বাড়াইয়া নিতে পারিবে। তবে, নিম্নরূপ কার্যক্রম দায়িত্বপালনে অবহেলা বলিয়া গণ্য হইবে:

(ক) সময় বাড়াইবার আবেদন না করিয়া দায়িত্বের নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করিয়া ফেলা; এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ জমা না দেওয়া।
(খ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীরেকে একই কাজে একাদিক্রমে ৩বার সময় বাড়াইয়া চাওয়া।
(গ) মিথ্যা অযুহাত দাঁড় করানো।

সংগঠনের কোনো সদস্য যদি এইরূপ 'দায়িত্বে অবহেলা' করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাহাকে সংগঠন হইতে সাময়িক বরখাস্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিভাবক পরিষদকে সুপারিশ করিবেন। এই ক্ষেত্রে অভিভাবক পরিষদ অত্র গঠনতন্ত্রের **১৮** অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বাধীন বিচার কমিশনের মাধ্যমে দায়িত্বপালনে অবহেলার অভিযোগ তদন্ত করিয়া নিম্নরূপ দণ্ডপ্রদান করিবেন:

(i) দায়িত্ব বা পদ হইতে অব্যাহতি
(ii) সংগঠনের সদস্যপদ হইতে অব্যাহতি
(iii) সংগঠনের যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রণীত বিধানাবলির আলোকে অন্যান্য ব্যবস্থাদি।

১৩। সদস্যদের প্রাপ্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা:

(১) অধিকার সম্পর্কিত নীতি

(ক) সুযোগ ও সম্মানের সমতা: আইবিআরআর-এর প্রতিটি সদস্য সমান সুযোগ ও সম্মানের অধিকারী হইবেন। যেকোনো কর্মে যেন সকলের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়, সেই উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্তগ্রহণের সর্বত্র আইন, যৌক্তিক পদ্ধতি ও গবেষণা-লব্ধ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে।

(খ) দায়িত্ব বন্টননীতি: বিভিন্ন দল বা উপদলে কর্মবন্টনের ক্ষেত্রে সদস্যদের যোগ্যতা, আগ্রহ এবং প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া হইবে।

(২) অধিকারের তালিকা

(ক) সার্টিফিকেট: সদস্যগণকে নির্ধারিত দায়িত্বপালনের পুরস্কার হিসেবে আইবিআরআর-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়েবসাইটে সর্বদা দৃশ্যমান সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে। এছাড়া, আইবিআরআর-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বিভিন্ন ভাতৃ-প্রতীম সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রশিক্ষণ নেওয়া হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতেও যেন আইবিআরআর-এর সদস্যদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, সেই ব্যাপারে প্রচেষ্টা করা হইবে।

(খ) প্রশিক্ষণ: আইবিআরআর-এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং বিভিন্ন ভাতৃ-প্রতীম সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাইবে।

(গ) প্রকাশনায় নাম অন্তর্ভুক্তকরণ: কোনো গ্রন্থ, গবেষণাপত্র, নীতিপত্র বা অন্য কোনো প্রকাশনাতে যতজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অবদান থাকিবে, প্রত্যেকের অবদানেরই সংগঠনের নীতিমালা অনুযায়ী স্বীকৃতি থাকিবে। অবদানের হারের তারতম্য বোঝানোর ক্ষেত্রে অধ্যায়ভিত্তিক পৃথক নামকরণ বা অন্য কোনো যৌক্তিক উপায়গ্রহণ করা হইবে। সংগঠনের যেকোনো সদস্য একক বা যৌথ গবেষণায় সংগঠনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করিতে পারিবেন। তবে, এই সংগঠনের প্লাটফর্ম ব্যবহার করিয়া সম্পাদিত গবেষণা/ গ্রন্থ প্রকাশের সময় গবেষক বা লেখকের পরিচিতিতে এই সংগঠনে তাঁহার পরিচিতি উল্লেখ করিতে হইবে। একক বা যৌথ গ্রন্থ যেমনই হোক, গ্রন্থের গ্রন্থস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত থাকিবে। তবে, লেখক গ্রন্থের রয়্যালিটির একটি নির্দিষ্ট অংশ সংগঠনকে দান করিবেন। যৌথগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে রচয়িতাগণ সংগঠন কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করিবেন। যৌথ গবেষণাপত্র বা যৌথগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সংগঠন প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী গবেষকগণ একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া গবেষণা শুরু করিবেন। চুক্তিপত্র প্রণয়ন না করা হইলে অত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও নীতিমালা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(ঘ) সংগঠনের নাম ব্যবহার: রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের অনুসরণ করিয়া অত্র সংগঠনের সদস্যগণ অত্র সংগঠনের পরিচিতি ও নাম ব্যবহার করিতে পারিবেন। সংগঠনের সদস্য কোনো ক্ষেত্রে সংগঠনের নাম ব্যবহার করিতে চাইলে তাঁকে সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের লিখিত পূর্বানুমতি নিতে হইবে।

ভাগ ৪: বিবিধ

১৪। নির্বাচন ও ভোটগ্রহণ-সংক্রান্ত প্রক্রিয়া:

(১) **বিভিন্ন পরিষদের সদস্য নির্বাচন:** সাধারণ পরিষদ, পরিচালনা পরিষদ ও পরামর্শক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিভাবক পরিষদ প্রতিটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অন্যূন ১ সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন; নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল গৃহীত হইবার সময় হইতে উক্ত নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত হইবে। তবে, সংগঠনের প্রথম নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে প্রাথমিক গঠনকালীন সভায় উপস্থিত সদস্যগণের কণ্ঠভোটে।

(২) **সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সিদ্ধান্তভোট:** সংগঠনের নীতি-নির্ধারণী ব্যাপারে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারী হইবেন। তবে, তাহারা যৌথভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হইলে কিংবা তাহাদের কোনো সিদ্ধান্ত গঠনতন্ত্র বিরোধী বলিয়া কোনো সদস্যের নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত ব্যাপারে সাধারণ পরিষদে ভোটগ্রহণের জন্য সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ করিতে পারিবেন। সাধারণ পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন এবং অভিভাবক পরিষদের অন্যূন ১ সদস্যের অনুমোদনক্রমে সাধারণ পরিষদের যেকোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

১৫। গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও সংশোধন:

(১) গঠনতন্ত্র প্রণয়ন: সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ আলোচনা করিয়া গঠনতন্ত্রের খসড়া রচনা করিয়া সংগঠনের প্রাথমিক সভায় উত্থাপন করেন। অতপর, সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণ গঠনতন্ত্রটি পড়িয়া ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া গঠনতন্ত্রটি অনুমোদন করেন।

(২) গঠনতন্ত্র সংশোধন: আইবিআরআর-এর যেকোনো সদস্যের নিকট গঠনতন্ত্রটির যেকোনো অনুচ্ছেদ বা তার অংশবিশেষ সংশোধনের প্রয়োজন প্রতীয়মান হইলে তিনি "গঠনতন্ত্র সংশোধন প্রস্তাব" শিরোনামে একটি লিখিত প্রস্তাব প্রণয়ন করিয়া সংগঠনের সাধারণ সম্পাদককে প্রদান করিবেন। সাধারণ সম্পাদক উক্ত প্রস্তাবটির ব্যাপারে সংগঠনের সদস্যগণের মতামত গ্রহণ করিবেন। সাধারণ সম্পাদক সদস্যগণের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন পাইলে উহা অভিভাবক পরিষদে প্রেরণ করিবেন। অভিভাবক পরিষদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে উক্ত সংশোধন প্রস্তাবটি চূড়ান্তরূপে কার্যকর হইবে।

১৬। সাংগাঠনিক কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:

(১) **স্বল্পব্যয় ও ব্যয়হীন কর্মসূচির পরিকল্পনা:** বিশ হাজার টাকা (২০,০০০ টাকা) বা তার চেয়ে কম খরচের পরিকল্পনা আইবিআরআর-এর পরিচালনা পরিষদ স্বাধীনভাবে প্রণয়ন করিয়া উহা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে, উপদেষ্টা পরিষদ এবং অভিভাবক পরিষদ প্রয়োজনমাফিক পরামর্শ দিতে পারিবেন। তবে, এই ধরণের কোনো কর্মসূচি বা তাহার কোনো অংশবিশেষ লইয়া সাধারণ পরিষদের কোনো সদস্যের কোনো অভিযোগ/ পরামর্শ থাকিলে তিনি উহা পরিচালনা পরিষদকে জানাইতে পারিবেন। তাহার পরামর্শ গৃহীত না হইলে উহা সাধারণ পরিষদের সভায় লিখিত প্রস্তাব আকারে উত্থাপন করিতে পারিবেন। উক্ত প্রস্তাবের ব্যাপারে অত্র গঠনতন্ত্রের ১৬(২) দফা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

(২) **ব্যয়বহুল ও বিরোধযুক্ত কর্মসূচি:** কোনো কর্মসূচির ব্যয় অন্যূন বিশ হাজার টাকা (২,০০০০) বা তার অতিরিক্ত ব্যয়যুক্ত কর্মসূচি এবং অত্র গঠনতন্ত্রের ১৬(২) দফা অনুযায়ী বিরোধযুক্ত কর্মসূচি নিম্নরূপ ধাপ অনুসরণ করিয়া বাস্তবায়িত হইবে:

ধাপ ১: কর্মসূচি সার্বিক আয়-ব্যয়, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক উল্লেখ করিয়া একটি লিখিত 'পরিকল্পনাপত্র' আইবিআরআর-এর মিটিংয়ে প্রকাশ করিবেন।

ধাপ-২: অতপর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তাবটির ব্যাপারে অত্র গঠনতন্ত্রের ১৪(২) দফা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ বা জরিপ অনুষ্ঠিত হইবে, যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট/ সমর্থন লাভ করিলে এবং অভিভাবক পরিষদের কোনো সদস্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করিলে উহা বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হইবে।

১৭। গঠনতন্ত্রের ভাষা: গঠনতন্ত্রের ভাষা হইবে বাংলা এবং ইংরেজি। ভাষাগত বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রাধান্য পাইবে।

১৮। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি ও বিচারিক প্রক্রিয়া: সংগঠনের কোনো সদস্যদের মধ্যে সংগঠন-সংক্রান্ত কোনো বিষয় লইয়া কোনো বিরোধ সৃষ্টি হইলে উহার নিষ্পত্তির জন্য অত্র গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ১৪(২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। অনুচ্ছেদ ১৪(২) অনুযায়ী যদি সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব না হইলে অভিভাবক পরিষদ যেকোনো ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি বিচার কমিশন গঠন করিয়া বিচার কার্য সম্পাদন করিবেন। অত্র বিচারের রায় কোনো পক্ষের নিকট সন্তোষজনক না হইলে উক্ত পক্ষ অভিভাবক পরিষদের নিকট আপিল করিবেন, এবং অভিভাবক পরিষদ চূড়ান্ত রায়/ সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

১৯। সভাঃ

(১) সাধারণ পরিষদের সভাঃ

(ক) প্রতি ৩ মাসে একবার সংগঠনের 'সাধারণ সভা' আয়োজিত হইবে। ইহা ছাড়া, সাংগাঠনিক প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদের সভাপতি যেকোনো সময় 'বিশেষ সভা' আয়োজন করিতে পারিবেন।

(খ) সভা পরিচালনার মূল দায়িত্ব পরিচালনা পরিষদের। উক্ত পরিষদ সভার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) সেমিনার, সংবাদ সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কর্মসূচি, বিবিধঃ

আইবিআরআর-এর গবেষণাকর্ম উপস্থাপনের জন্য সেমিনার বা অনুরূপ কর্মসূচি, সংবাদ সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন বা কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য সকল পরিষদের যৌথ অংশগ্রহণে একটি কমিটি গঠিত হইবে। উক্ত কমিটি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক গঠিত ও অভিভাবক পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

২০। নীতিমালা প্রণয়ন ও গঠনতন্ত্রে অনালোচিত বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ

(১) অত্র গঠনতন্ত্রের যেকোনো অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের জন্য কিংবা অত্র গঠনতন্ত্রের যেকোনো নিয়ম অধিকতর সুনির্দিষ্ট করিয়া সুস্পষ্ট করিবার জন্য সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যেকোনো বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) অত্র গঠনতন্ত্রে আলোচিত নয়, এমন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিজস্ব বিবেক ও বুদ্ধির প্রয়োগ করে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারিবেন। তবে, তাদের কোনো সিদ্ধান্তে কোনো সদস্যের আপত্তি থাকিলে তিনি সংগঠনের সাধারণ সভায় উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করে উক্ত বিষয়টি গঠনতন্ত্রে কিংবা কোনো নীতিমালায় যুক্ত করার ব্যাপারে প্রস্তাব করতে পারেন।

২১। গঠনতন্ত্র ও নীতিমালার প্রয়োগ

(১) গঠনতন্ত্র কার্যকরকরণ: গঠনতন্ত্রে স্বাক্ষরের দিবস হইতে অত্র গঠনতন্ত্র কার্যকর হইবে। কোনো সংশোধনী প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর সংশোধনীতে উল্লিখিত তারিখ হইতে সংশোধনী কার্যকর হইবে।

(২) নীতিমালা প্রণয়েনর দিন হইতে নীতিমালা কার্যকর হইবে। যেই দিবসে ঘটনা ঘটিবে, উক্ত দিবসে বলবৎ থাকা বিধান অনুযায়ী উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

২২। চাঁদা ও সদস্য ফি

(১) সংগঠনের প্রতিটি সদস্যের প্রাথমিক সদস্য ফি ৩০টাকা, মাসিক চাঁদা ২০ টাকা। তবে, সাংগাঠনিক প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে বিবিধ প্রকার চাঁদা ও ফি ধার্য করা যাইতে পারে।

(২) কোনো ব্যক্তি সংগঠনে সদস্য হইবার সময় প্রাথমিক সদস্য ফি ও এক মাসের মাসিক চাঁদা প্রদান করিয়া সদস্য হিসেবে ভর্তি হইবেন।

(৩) প্রত্যেক সদস্য নিজ দায়িত্বে প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে সংগঠনের মোবাইল ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টে কিংবা কোষাধ্যক্ষের নিকট জমা দিবেন। নির্ধারিত সময়ে চাঁদা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে প্রতি দিন বিলম্বের জন্য ১টাকা হারে জরিমানা প্রদান করিবেন।

(৪) কোনো ব্যক্তি একটানা ৩ মাস চাঁদা প্রদান না করিলে তাঁর সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হইবে, এবং একটানা ১২ মাস চাঁদা প্রদান না করিলে তাঁর সদস্যপদ স্থায়ীভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। উল্লেখ্য, সদস্যপদ স্থগিত ব্যক্তিগণ সংগঠনের যেকোনো ব্যাপারে কার্যক্রমে অংশ নিতে পারিবেন না। তবে, তিনি সদস্যপদ স্থগিত হইবার পর স্থায়ীভাবে সদস্যপদ বাতিল হইবার পূর্বে সমস্ত জরিমানাসহ চাঁদা প্রদান করিলে তিনি সংগঠনের সদস্যপদ ফেরত পাইবেন।

তফসিল ১: পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের পদের শপথ

আমি .... সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার নামে (অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার নাম পাঠ করিবেন) ঘোষণা করিতেছি যে, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের যেসব মহান আদর্শ লইয়া আইবিআরআর গঠিত হইয়াছে সেইসব আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবো। আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্দ্ধে আমার দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিবো। এই লক্ষ্যে অত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্রসহ অন্যান্য নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিব। অত্র সংগঠনে যুক্ত থাকাকালে সংগঠনের কাহারো সহিত অনিরপেক্ষ আচরণ করিবো না। রাগের বশবর্তী হইয়া কিংবা সাময়িক উত্তেজনায় কাহারো ক্ষতি করিবো না। যেকোনো পরিস্থিতিতে মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখিবার চেষ্টা করিবো। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিবেকের আশ্রয় নিব। অত্র উদ্যোগে জড়িত থাকাকালে এবং জড়িত হইবার পরে, কোনো অবস্থাতেই আমি অত্র উদ্যোগের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি, গোপনীয় তথ্যাবলি এবং গবেষণা সম্পর্কিত তথ্যাবলি অত্র সংগঠনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি না লইয়া কোথাও প্রকাশ কিংবা প্রচার করিব না।

হে আল্লাহ (অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার নাম পাঠ করবেন), আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন আমার প্রতিশ্রুতি মানিয়া চলিতে পারি।

–নাম ও স্বাক্ষর

তফসিল ২: অভিভাবক পরিষদের সদস্যদের পদের শপথ

আমি .... সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার নামে (অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার নাম পাঠ করিবেন) ঘোষণা করিতেছি যে, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের যেসব মহান আদর্শ লইয়া আইবিআরআর গঠিত হইয়াছে সেইসব আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবো। আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্দ্ধে আমার দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিবো। এই লক্ষ্যে অত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্রসহ অন্যান্য নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিব। অত্র সংগঠনে যুক্ত থাকাকালে সংগঠনের কাহারো সহিত অনিরপেক্ষ আচরণ করিবো না। রাগের বশবর্তী হইয়া কিংবা সাময়িক উত্তেজনায় কাহারো ক্ষতি করিবো না।

যেকোনো পরিস্থিতিতে মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখিবার চেষ্টা করিবো। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিবেকের আশ্রয় নিব। অত্র সংগঠনে যুক্ত থাকাকালে কিংবা অত্র সংগঠন ত্যাগ করিবার পরে, কোনো অবস্থাতেই আমি অত্র সংগঠনের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি, গোপনীয় তথ্যাবলি এবং গবেষণা সম্পর্কিত তথ্যাবলি অত্র উদ্যোগের যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি না লইয়া কোথাও প্রকাশ কিংবা প্রচার করিব না। অত্র সংগঠনে যুক্ত গবেষক ও শিক্ষানবিশ গবেষকগণের সহিত যথাযথ সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখিয়া সংগঠনে সদস্যদের যথাযথ অভিভাবকত্ব করিব।

হে আল্লাহ (অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার নাম পাঠ করবেন), আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন আমার প্রতিশ্রুতি মানিয়া চলিতে পারি।

–নাম ও স্বাক্ষর

তফসিল ৩: উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের পদের শপথ

আমি .... সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার নামে (অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার নাম পাঠ করিবেন) ঘোষণা করিতেছি যে, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের যেসব মহান আদর্শ লইয়া আইবিআরআর গঠিত হইয়াছে সেইসব আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবো। আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্দ্ধে আমার দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিবো। এই লক্ষ্যে অত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্রসহ অন্যান্য নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিব। অত্র সংগঠনে যুক্ত থাকাকালে সংগঠনের কাহারো সহিত অনিরপেক্ষ আচরণ করিবো না। রাগের বশবর্তী হইয়া কিংবা সাময়িক উত্তেজনায় কাহারো ক্ষতি করিবো না। যেকোনো পরিস্থিতিতে মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখিবার চেষ্টা করিবো। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিবেকের আশ্রয় নিব। অত্র সংগঠনে যুক্ত থাকাকালে কিংবা অত্র সংগঠন ত্যাগ করিবার পরে, কোনো অবস্থাতেই আমি অত্র সংগঠনের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি, গোপনীয় তথ্যাবলি এবং গবেষণা সম্পর্কিত তথ্যাবলি অত্র সংগঠনের যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি না লইয়া কোথাও প্রকাশ কিংবা প্রচার করিব না। অত্র সংগঠনে যুক্ত গবেষক ও শিক্ষানবিশ গবেষকগণের সহিত যথাযথ সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখিয়া কার্যক্রমে অংশ নেবার চেষ্টা করিব। হে আল্লাহ (অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার নাম পাঠ করবেন), আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন আমার প্রতিশ্রুতি মানিয়া চলিতে পারি।

–নাম ও স্বাক্ষর

তফসিল ৪: আইবিআরআর-এর সদস্য পদের শপথ

আমি .... সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার নামে (অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার নাম পাঠ করিবেন) ঘোষণা করিতেছি যে, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের যেসব মহান আদর্শ লইয়া আইবিআরআর গঠিত হইয়াছে সেইসব আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবো। আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্দ্ধে আমার দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিবো। এই লক্ষ্যে অত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্রসহ অন্যান্য নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিব। অত্র সংগঠনে যুক্ত থাকাকালে সংগঠনের কাহারো সহিত অনিরপেক্ষ আচরণ করিবো না। রাগের বশবর্তী হইয়া কিংবা সাময়িক উত্তেজনায় কাহারো ক্ষতি করিবো না। যেকোনো পরিস্থিতিতে মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখিবার চেষ্টা করিবো। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিবেকের আশ্রয় নিব। অত্র সংগঠনে যুক্ত থাকাকালে কিংবা অত্র সংগঠন ত্যাগ করিবার পরে, কোনো অবস্থাতেই আমি অত্র সংগঠনের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি, গোপনীয় তথ্যাবলি এবং গবেষণা সম্পর্কিত তথ্যাবলি অত্র সংগঠনের যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি না লইয়া কোথাও প্রকাশ কিংবা প্রচার করিব না। অত্র সংগঠনে যুক্ত গবেষক ও শিক্ষানবিশ গবেষকগণের সহিত যথাযথ সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখিয়া কার্যক্রমে অংশ নেবার চেষ্টা করিব। হে আল্লাহ (অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার নাম পাঠ করবেন), আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন আমার প্রতিশ্রুতি মানিয়া চলিতে পারি।

–নাম ও স্বাক্ষর

তফসিল ৫: সভাপতি পদের শপথ

আমি .... সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার নামে (অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার নাম পাঠ করিবেন) ঘোষণা করিতেছি যে, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের যেসব মহান আদর্শ লইয়া আইবিআরআর গঠিত হইয়াছে সেইসব আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবো। আমি আমার ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্দ্ধে আমার দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিবো। এই লক্ষ্যে অত্র সংগঠনের গঠনতন্ত্রসহ অন্যান্য নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিব। অত্র সংগঠনে যুক্ত থাকাকালে সংগঠনের কাহারো সহিত অনিরপেক্ষ আচরণ করিবো না। রাগের বশবর্তী হইয়া কিংবা সাময়িক উত্তেজনায় কাহারো ক্ষতি করিবো না। যেকোনো পরিস্থিতিতে মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখিবার চেষ্টা করিবো। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিবেকের আশ্রয় নিব। অত্র উদ্যোগে জড়িত থাকাকালে এবং জড়িত হইবার পরে, কোনো অবস্থাতেই আমি অত্র উদ্যোগের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি, গোপনীয় তথ্যাবলি এবং গবেষণা সম্পর্কিত তথ্যাবলি অত্র সংগঠনের যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি না লইয়া কোথাও প্রকাশ কিংবা প্রচার করিব না।

হে আল্লাহ (অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ নিজ নিজ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার নাম পাঠ করবেন), আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন আমার প্রতিশ্রুতি মানিয়া চলিতে পারি।

–নাম ও স্বাক্ষর

তফসিল ৬: বিভিন্ন পরিষদ ও তদাধীন পদের দায়িত্ববন্টন

পরিষদ	পদ	মূল দায়িত্ব
অভিভাবক পরিষদ	-	অত্র উদ্যোগের সার্বিক অভিভাবকত্ব, দিকনির্দেশনা, নির্বাচন ও বিচারিক কাজ
বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা পরিষদ	-	বিভিন্ন সাংগাঠনিক শাখা ও গবেষণা টিমকে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা।
সাধারণ পরিষদ	-	গঠনতন্ত্রসহ বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রণয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে সাংগাঠনিক নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ
	সভাপতি	(১) সংগঠনের মুখপাত্র রূপে ভূমিকা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান (২) রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মক তথা– সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ (৩) বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা
পরিচালনা পরিষদ	-	সংগঠনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।
	সাধারণ সম্পাদক	(১) সকল সচিবদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, তদারকি, সহযোগিতা ও সমন্বয় (২) সংগঠনের সার্বিক অগ্রগতির হিসাব সংরক্ষণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ (৩) যেসব দায়িত্বে কোনো সচিব নিয়োজিত নয়, সেসব দায়িত্বপালন
	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	(১) প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণের সময়সূচি নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ আয়োজন ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয়।
	গবেষণা সম্পাদক	(১) গবেষণা টিম গঠন, কার্যক্রম বন্টন ও তদারকি। (২) এই ক্ষেত্রে তিনি সকল টিম প্রধানকে নিয়ে একটি উপকমিটি গঠন করতে পারেন।
	পাঠচক্র সম্পাদক	(১) 'শেখার সংগ্রাম' নামক সাপ্তাহিক পাঠচক্র আয়োজন। (২) বিভিন্ন গবেষণার ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাসন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি আয়োজন
	অনুষ্ঠান সম্পাদক	(১) বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা আয়োজন, নোটিশ প্রদান, নোটগ্রহণ ও প্রচার।
	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	(১) সংগঠনের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে যাবতীয় প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা। (২) বিভিন্ন গ্রন্থ, নীতিপত্র ইত্যাদির প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা।
	মূদ্রণ সম্পাদনা সম্পাদক	(১) বিভিন্ন গবেষণাপত্র, নীতিপত্র, সাহিত্যকর্ম প্রভৃতি সম্পাদনা। (২) তিনি এই কাজে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করতে পারেন।
	দপ্তর ও আইন সম্পাদক	(১) অত্র গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন সংশোধনীর খসড়া পরীক্ষণ্। (২) সংগঠনের যাবতীয় আইনগত কার্যাবলি। (৩) সংগঠনের যাবতীয় নথি ও আইনগত দলিলাদির সংরক্ষণ।
	অর্থ সম্পাদক	(১) সংগঠনের তহবিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। (২) যাবতীয় আর্থিক কার্যক্রমের হিসাব সংরক্ষণ।

তফসিল ৭: প্রতিষ্ঠাতা/ উদ্যোক্তা সদস্যগণের তালিকা ও স্বাক্ষর

ক্রম	নাম	স্থায়ী ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				
২১				
২২				
২৩				
২৪				
২৫				
২৬				
২৭				
২৮				
২৯				
৩০				
৩১				
৩২				
৩৩				
৩৪				
৩৫				
৩৬				
৩৭				
৩৮				
৩৯				
৪০				
৪১				
৪২				
৪৩				
৪৪				
৪৫				

তফসিল ৮: কার্যবিধি (কার্যবন্টন)

পদ	মূল দায়িত্ব
সভাপতি (সাধারণ পরিষদের সদস্য-প্রতিনিধি)	(১) সংগঠনের মুখপাত্র রূপে ভূমিকা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান। (২) রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মক তথা– সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা। (৩) বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা। (৪) সংগঠনটি গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে কি না, তাহার তত্ত্বাবধান। (৫) সংগঠনের সামগ্রিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও তাহা অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ প্রদান।
উপ-সভাপতি	(১) সভাপতির অনুপস্থিতি বা অপারগতায় তাহার সমস্ত দায়িত্বাবলি পরিপালন। (২) প্রধান সচিবের জন্য নির্ধারিত সকল দায়িত্ব পালনে সভাপতিকে সহযোগিতা।
সাধারণ সম্পাদক	(১) সকল সম্পাদকগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা, তদারকি, সহযোগিতা ও সমন্বয়। (২) সংগঠনের সার্বিক অগ্রগতির হিসাব সংরক্ষণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। (৩) বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান ও খোঁজখবর রাখা। (৪) যেসব বিষয়ের দায়িত্বে কেহ নিয়োজিত নন, সেসব বিষয়ের সামগ্রিক দেখভাল।
উপ-সাধারণ সম্পাদক	(১) প্রধান সচিবের অনুপস্থিতি বা অপারগতায় তাহার সমস্ত দায়িত্বাবলি পরিপালন। (২) প্রধান সচিবের জন্য নির্ধারিত সকল দায়িত্ব পালন।
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	(১) প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণের সময়সূচি নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ আয়োজন ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয়। (২) প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতির হিসাব, পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং সার্টিফিকেটের খসড়া প্রস্তুতকরণ।
গবেষণা সম্পাদক	(১) গবেষণা টিম গঠন, কার্যক্রম বন্টন ও তদারকি। (২) এই ক্ষেত্রে তিনি সকল টিম প্রধানকে নিয়ে একটি উপকমিটি গঠন করিতে পারিবেন। (৩) বিভিন্ন প্লাটফর্ম হইতে গবেষণা বৃত্তির জন্য আবেদন।
পাঠচক্র সম্পাদক	(১) 'শেখার সংগ্রাম' নামক সাপ্তাহিক পাঠচক্র আয়োজন। (২) বিভিন্ন গবেষণার ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাসন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি আয়োজন। (৩) পাঠচক্রের টপিক ও সময়সূচি নির্ধারণ। (৪) পাঠচক্রের ভিডিও রেকর্ড সংরক্ষণ।
অনুষ্ঠান সম্পাদক	(১) বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা আয়োজন, নোটিশ প্রদান, নোটগ্রহণ ও প্রচার।
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	(১) সংগঠনের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে যাবতীয় প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা। (২) বিভিন্ন গ্রন্থ, নীতিপত্র ইত্যাদির প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা। (৩) পাঠচক্র ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিও ভিডিও যথাযথ সম্পাদনাসহ প্রচার।
সম্পাদনা সম্পাদক	(১) বিভিন্ন গবেষণাপত্র, নীতিপত্র, সাহিত্যকর্ম প্রভৃতি সম্পাদনা। (২) তিনি এই কাজে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করতে পারেন।
দপ্তর ও আইন সম্পাদক	(১) অত্র গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন সংশোধনীর খসড়া পরীক্ষণ্। (২) সংগঠনের যাবতীয় আইনগত কার্যাবলি। (৩) সংগঠনের যাবতীয় নথি ও আইনগত দলিলাদির সংরক্ষণ।
কোষাধক্ষ	(১) সংগঠনের তহবিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। (২) যাবতীয় আর্থিক কার্যক্রমের হিসাব সংরক্ষণ।